নকলের ভাইরাস ঃ পাবলিক পরীক্ষায় মহামারী

আহমদ শরীফ

শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ পরীক্ষা পদ্ধতি। পরীক্ষা শিক্ষার লক্ষ্য নয় বরং লক্ষ্যে পৌছার একটি সোপান মাত্র। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা পদ্ধতির রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। শিক্ষা ব্যবস্থায় জ্ঞানের পরিমাপ করা হয় পরীক্ষার মাধ্যমে। কোন বিষয় শেখানোর পর শিক্ষার্থী তা কি পরিমাণ ও কি মাত্রায় গ্রহণ করতে পেরেছে তা পরিমাপ করার নামই পরীক্ষা। অতএব, নির্ধারিত শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা ও সামর্থ্য যাচাইয়ের প্রক্রিয়াকে পরীক্ষা বলা হয়।

বর্তমান পাবলিক পরীক্ষার এ কি হাল-হকিকত। অবাধ নকল প্রবণতা, প্রশ্নপত্র ফাঁস, দুর্নীতি ইত্যাদি নীতি বহির্গত কর্মকাণ্ডের গ্রাসে পরীক্ষা পদ্ধতি অন্তঃসারশূন্য প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে। পরীক্ষা পদ্ধতিকে আত্মাবিহীন মৃত লাশ হিসেবে আখ্যায়িত করলেও অত্যুক্তি হবে না। বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা যেমন এসএসসি, এইচএসসি, ডিগ্রী পরীক্ষা এবং মাদ্রাসা পরীক্ষারও কি চরম অনিয়ম লক্ষণীয় হয়ে উঠছে। পরীক্ষার মাধ্যমে আজ পরীক্ষার্থীদের জ্ঞান ও যোগ্যতার পরিমাপ করা আদৌ কি সম্ভব হচ্ছে? জ্ঞানার্জনের জন্যই কি শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিচ্ছে? নাকি পরীক্ষায় পাস করে সামাজিক মর্যাদার সার্টিফিকেট অর্জনের জন্য চলছে নকলের উলঙ্গ মহড়া? তাই নয় কি?

পরীক্ষায় পাস না করলে, বেশী নম্বর না পেলে, সার্টিফিকেট অর্জন না করলে- শিক্ষাই হলো না, তার জীবন একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল, পরিবার বা সমাজে তার কোন স্থান বা মূল্যই রইল না- এমন ধারণা আমাদের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদেরকে মারাত্মকভাবে পেয়ে বসেছে। পরিণতিতে পরীক্ষার মাধ্যমে একটি সার্টিফিকেট লাভই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ও কাম্য বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণ যাই হোক না কেন, সামাজিক মর্যাদার সার্টিফিকেট তাকে যে কোন মূল্যে পেতেই হবে। তাই পরীক্ষার ব্যাপারে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, আকুলতা ও ব্যাকুলতার সীমা-পরিসীমা নেই।

আর এ জন্য পরীক্ষায় নকল প্রবণতার সমূহ পরিণাম জেনেও পতঙ্গের মত আলেয়ার জ্বলন্ত ফাঁদে দ্রুত ঝাঁপিয়ে পড়তে কারও কুণ্ঠা হচ্ছে না।

নকল প্রবণতার জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী। পরিণতিতে মেরুদণ্ডহীন জাতিতে পর্যবসিত হতে চলেছি আমরা। এবার এসএসসি এবং দাখিল পরীক্ষায় দেশের দুই-চারটি ব্যতীত সকল পরীক্ষা কেন্দ্রের সার্বিক অবস্থার আলোকে এ ব্যাপারে সন্দেহ হয়, সে কেন্দ্রগুলোতে পরীক্ষা চলে নাকি, চলে জ্ঞান সম্পদের লুটতরাজের উলঙ্গ মহড়া! এ মহড়ায় পরীক্ষার্থীরা যেন বিষকে অমৃত ভেবে গ্রহণ করছে।

বর্তমানে যে কোন পাবলিক পরীক্ষাই যেন প্রহসনে পরিণত হয়েছে। ফ্রি স্টাইলে নকল প্রবণতায় মেতে উঠেছে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী। এ যেন নকলের ভাইরাসের সংক্রমণ। নকলের ভাইরাস শিক্ষার্থীদেরকে এমনিভাবে সংক্রমিত করছে যে, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় তা মহামারীর আকার ধারণ করেছে। এ ভাইরাসের সংক্রমণে সংক্রমিত হয়েছে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষা প্রশাসন। সর্বোপরি, শিক্ষা ব্যবস্থাই শোচনীয়ভাবে মরণদশায় নিপতিত হয়েছে। চরম ক্ষতিকর এ ভাইরাসের আক্রমণ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মেরুদণ্ডহীন পঙ্গু করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।

পরীক্ষার মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদার সার্টিফিকেট লাভ করাকেই বর্তমান পরীক্ষার্থীরা বিশেষ কাম্য বস্তু হিসেবে মনে করেন। এ আকাঙ্ক্ষা ও কামনা পূরণার্থে নকলের মহড়ায় মেতে উঠে। কিন্তু কোথায় এই অপতৎপরতা, নকল প্রবণতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের কার্যকর ব্যবস্থা? নেই কেন সাড়া- এদেশের সচেতন শিক্ষানুরাগী, সুধী গুণীজন এবং শিক্ষা প্রশাসনের কর্তা ব্যক্তিগণের? যদিও বলা হয়, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড, কিন্তু পুরো জাতিকে মেরুদণ্ডহীন অথর্ব জাতিতে পরিণত করার নীল-নকশার বাস্তবায়ন চলছে কিনা বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাই জিজ্ঞাসা।

আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন- শিক্ষা প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের নাকের ডগায় এবং তাঁদেরই নিয়ন্ত্রণে থেকে যদি পরীক্ষা পদ্ধতির এহেন দৈন্যদশা হয় তাহলে তার দায়ভার কার উপর বর্তাবে? শিক্ষা প্রশাসনের বিদগ্ধ গুণীজন নাকি সাধারণ জনগণের ওপর? যে কোন জাতির উন্নতি, অবনতি নির্ভর করে শিক্ষার ওপর। বিশেষ করে, শিক্ষার মান ও গুণগত বৈশিষ্ট্যের ওপর। বর্তমান পাবলিক পরীক্ষার নকল প্রবণতার জোয়ারে ভেসে ভেসে আমরা যদি 'সোনার বাংলা' গড়ার স্বপ্নে বিভোর থাকি, তাহলে আমাদের সে আশা দুরাশায় পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক।

নকল প্রবণতার মারাত্মক ব্যাধির ভাইরাসে আক্রান্ত দেশের তরুণ ও যুব সমাজ নীতি-নৈতিকতা বোধও হারিয়ে ফেলছে। যার উদাহরণ এবারের এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে সাতক্ষীরার কলারোয়া কেন্দ্রের মর্মান্তিক ন্যক্কারজনক ঘটনা। এছাড়াও শিক্ষাঙ্গনগুলোতে চলছে মস্তানী ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। সেদিনের এই ভাইরাসে আক্রান্ত তরুণ ও যুব সমাজের নির্লজ্জ বেহায়াপনার খেসারত চার চারটি তাজা প্রাণের বিয়োগান্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে দিতে হয়েছে। শুধু তাই নয়- যে বেলেল্লাপনা ও অশ্লীলতার কাণ্ড ঘটেছে তা এদেশের সচেতন সুধীজনকে ভাবিয়ে তুলেছে। জিজ্ঞাসা হল- তাহলে কি আমাদের শিক্ষার দ্বারা নীতি-নৈতিকতাবোধ অর্জিত হয় না?

এবারের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় নকল প্রবণতার হার সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌছেছে। যার বাস্তব প্রমাণ মিলে দৈনিক পত্রিকার পাতায় হাজার হাজার বহিষ্কারের খবর। তারপরেও কি এদেশের শিক্ষা প্রশাসনের টনক নড়বে না? এভাবেই কি চলতে থাকবে নকল প্রবণতা ও শিক্ষার নামে দুর্নীতি? এর কি কোন প্রতিকার নেই?

শিক্ষার প্রেরণাদায়ক সোপান তথা চাবিকাঠি হচ্ছে পরীক্ষা। আর পরীক্ষা যদি নকল প্রবণতা, দুর্নীতি ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের কেলেংকারিতে ভেসে যায় তাহলে পরবর্তী প্রজন্মকে মেরুদণ্ডহীন জাতিতে রূপান্তরিত করার নীল-নকশাই বাস্তবায়িত হবে মাত্র।

প্রকৃত জ্ঞানের স্পৃহা না থাকলে শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তখন পরীক্ষা পাসটাই বড় হয় এবং পাঠ্যপুস্তকের পৃষ্ঠায় জ্ঞান সীমাবদ্ধ থাকে। এ কারণেই পরীক্ষা পাস করা লোকের অভাব নেই আমাদের দেশে। কিন্তু অভাব আছে জ্ঞানীর। যেখানেই পরীক্ষা পাসের মোহ তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের উৎকণ্ঠিত রাখে, সেখানেই জ্ঞান নির্বাসিত থাকে। পরীক্ষা পাসের জন্য আমাদের ছাত্র সমাজ উৎকণ্ঠিত বলে তারা প্রকৃত জ্ঞানার্জনে অক্ষম।

তাই জাতীয় অস্তিত্বের খাতিরে একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে জগতের বুকে সম্মানজনক আসন লাভ করতে হলে আমাদের ছাত্র সমাজকে নকল প্রবণতা থেকে মুক্ত করে জ্ঞানার্জনের প্রতি উন্মুখ করতে হবে।

সহজ লাভ আপাত সুখের হলেও পরিণামে কল্যাণ বহন করে না। পরীক্ষা পাসের মোহ থেকে মুক্ত না হলে ছাত্র সমাজের সামনে কখনই জ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচিত হবে না। তাই আপাত সুখের চিন্তা ও পরীক্ষা পাসের মোহ বর্জন করে তাদেরকে প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান দিতেই হবে।

তারিখ MAR. 2? 2000